মুসলিম স্পেনের ইতিহাস ও ঐতিহ্যসমৃদ্ধ
রোমাঞ্চকর ভ্রমণকাহিনি

স্পেনের কান্না

হজরত মুফতি তাকি উসমানি দা. বা.

অনুবাদ
কাজী মোহাম্মদ হানিফ

মাকতাবাতুল হাসান

স্পেনের কান্না

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০১৫
সর্বশেষ সংস্করণ : নভেম্বর ২০১৯
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
মাকতাবাতুল হাসানের পক্ষে প্রকাশক মো. রাকিবুল হাসান খান কর্তৃক প্রকাশিত ও শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র : মাদানীনগর মাদরাসা রোড, চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ
✆ ০১৬৭৫৩৯৯১১৯
বাংলাবাজার শাখা : ৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

অনলাইন পরিবেশক
niyamahshop.com - rokomari.com - wafilife.com

প্রচ্ছদ : হাশেম আলী

ISBN : 978-984-8012-20-8

Spainer Kanna
By Mufti Taki Usmani
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail: rakib1203@gmail.com Facebook/maktabahasan
Online Distributer: rokomari.com

মুসলিম স্পেনের ইতিহাস ও ঐতিহ্যসমৃদ্ধ
রোমাঞ্চকর ভ্রমণকাহিনি

স্পেনের কান্না

©
প্রকাশক

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

সূ চি প ত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অভিমত	৭
ভূমিকা	৯
লোজা-তে	৩০
আল-হামরা	৪২
কর্ডোভা	৪৮
কর্ডোভার জামে মসজিদ	৫৬
ওয়াদিল কাবির ও তার সেতু	৬২
মদিনাতুয যাহরা	৬৬
মালাগায়	৭৫
এন্তাকীরা	৭৮

অভিমত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

"স্পেনের কান্না" একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু রোমাঞ্চকর ভ্রমণকাহিনি। এ যুগের একজন শীর্ষস্থানীয় মুসলিম বুদ্ধিজীবী আল্লামা তাকি উসমানির এই অনবদ্য ভ্রমণ কাহিনিটিতে আজ থেকে প্রায় একযুগ আগে মুসলিম স্পেন বা উন্দুলুসিয়ার কিছু ধ্বংসস্তুপ স্বচক্ষে দেখা ও একজন সচেতন মুসলমানের অন্তরে তার প্রতিক্রিয়ার হৃদয়বিদারক বৃত্তান্ত বিবৃত হয়েছে। মুসলিম স্পেনের দীর্ঘ আট শ বছরের গৌরবময় ইতিহাসের একটি জীবন্ত আলেখ্যও এ ভ্রমণকাহিনি বর্ণনার সাথে সাথে বের হয়ে এসেছে।

প্রাজ্ঞ আলেম তাকি উসমানির আমি একজন ভক্ত পাঠক। এ ভ্রমণকাহিনি প্রথম যখন তাঁর সম্পাদিত উর্দু মাসিক 'আল বালাগ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হচ্ছিল তখনই আমি এটা পাঠ করে চমৎকৃত হয়েছিলাম। কারণ, ইতিহাসের একজন অনুরাগী পাঠকরূপে স্পেনের মুসলমানদের বিস্ময়কর উত্থান এবং দীর্ঘ আট শ বছর পর তাদের বেদনাদায়ক পতনের স্মৃতি প্রতিটা মুসলমানের অন্তরকেই প্রতিনিয়ত রক্তাক্ত করে থাকে। এই রক্তক্ষরণ সম্ভবত কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

স্পেন থেকে মুসলমানদেরকে চূড়ান্ত পর্যায়ে উৎখাত করা হয়েছে আজ থেকে প্রায় পাঁচ শ বছর আগে। মুসলিম উম্মাহর চিরশত্রু, কট্টরপন্থী ও বিদ্বেষপরায়ণ খ্রিষ্টশক্তি প্রায় আড়াই কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত মুসলিম উন্দুলুসিয়ার প্রায় সমগ্র অধিবাসীকেই গণহত্যা, উচ্ছেদ ও পশুশক্তির বলে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিতকরণের মাধ্যমে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে দিয়েছিল। ওরা প্রায় এগারো লক্ষ মুসলিম তরুণ-যুবককে বন্দি করে আমেরিকার দাস বাজারে চালান দিয়েছিল। শত শত মসজিদকে গীর্জায় রূপান্তরিত করেছিল। ইসলামি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস করেছিল। শত শত পুস্তাকাগার আগুনের লেলিহান শিখায় নিক্ষেপ করে ভস্মে পরিণত করেছিল। ধ্বংস করেছিল হাজার হাজার ঐতিহাসিক ইমারত। তারপরও এখন পর্যন্ত মুসলিম স্পেনের সেইসব ধ্বংসাবশেষ একাধারে যেমন মুসলমানদের অতীত গৌরবের স্মৃতি হয়ে আছে, ঠিক তেমনি কট্টরপন্থী খ্রিষ্টশক্তির বর্বর চেহারা যে কত ভয়াবহ তারই জীবন্ত সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

স্পেনের মতোই ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম তীরবর্তী পূর্ব ইউরোপের বলকান অঞ্চলের তুর্কি মুসলমানদের সুদীর্ঘ গৌরবময় ইতিহাসও আজ প্রায় বিস্মৃতির অতল তলে ডুবে গেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। একদা যে ইউরোপের প্রায় অর্ধেকজুড়ে মুসলমানগণ দুর্দান্ত প্রতাপে রাজত্ব করত, সে ইউরোপ এখন ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহর এক অবাঞ্ছিত অতীত স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। যে দানবীয় শক্তির অবিরাম হামলা ও অপচেষ্টায় আজ স্পেনসহ সমগ্র ইউরোপ থেকে ইসলাম এবং মুসলিম শক্তিকে উৎখাত করা হয়েছে, এ অপশক্তিরই এ কালের জনৈক শীর্ষস্থানীয় প্রতিভূ সাবেক বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজরকে বসনিয়ার স্বাধীনতার প্রশ্নে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে শোনা যায়, "কোনো অবস্থাতেই ইউরোপের বুকে আমরা মুসলিম শাসিত একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে দিতে পারি না।"

এটা আজ থেকে পাঁচ শ বছর আগের রাজা ফার্দ্দিনান্দ ও রানি ইসাবেলার প্রেতাত্মারই নতুন আস্ফালন।

স্পেন এবং পূর্ব-ইউরোপের মুসলমানদের মর্মান্তিক ইতিহাস সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের বই বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত খুব কমই প্রকাশিত হয়েছে। সে বিবেচনায় কাজী মোহাম্মদ হানিফ আল্লামা তাকি উসমানির সংক্ষিপ্ত ভ্রমণকাহিনি অনুবাদ করে বাংলা ভাষায় পঠন সামগ্রীর ক্ষেত্রে বিরাজমান অভাব মোচনে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে আমি মনে করি। আমি তরুণ অনুবাদকের এ প্রত্যয়ী উদ্যোগকে মোবারকবাদ জানাই। আশা করব, আল্লামা তাকি উসমানির উদ্দীপনাময় অন্যান্য ভ্রমণকাহিনিগুলিও একে একে তিনি বাংলা ভাষার আগ্রহী পাঠকগণকে উপহার দেবেন। আর এগুলি পাঠ করে আত্মবিস্মৃত বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ এবং পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে মুসলমানদের অবস্থান সম্পর্কেও একটা সুস্পষ্ট ধারণায় উপনীত হওয়া যাবে। আল্লাহ পাক অনুবাদক এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাওফিক দান করুন। আমিন।

বিনয়াবনত

মাও. মুহিউদ্দিন খান

সম্পাদক, মাসিক মদিনা, ঢাকা

১১ মুহাররম, ১৪১৯ হি.

ভূমিকা

প্রথম হিজরি শতাব্দীর শেষের দিকের কথা। তখন মুসলমানগণ আফ্রিকার উত্তরাংশ জয় করে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছেন। সারাবিশ্বে তখন মুসলমানদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। মুসলিম মুজাহিদদের পদভারে কেঁপে উঠছে চতুর্দিগন্ত। দিকে দিকে পতপত করে উড়ছে ইসলামের হেলালি নিশান। জালিম স্বৈরশাসকদের যিন্দান থেকে মজলুম মানবতাকে উদ্ধারের জন্য দিগ্‌দিগন্তে ছুটে চলছে মুসলিম সৈন্যদল। ক্রমেই মুসলমানদের পদানত হচ্ছে শহর-বন্দর, গিরি, কন্দর, আসমুদ্র হিমাচল।

ঠিক এমনি সময় স্পেনের রাজা ছিল রডারিক। সে ছিল গোঁড়া খ্রিষ্টান। তার অত্যাচার ও নিষ্পেষণে হাঁপিয়ে উঠেছিল মজলুম মানবতা। তবে সে ছিল নামে মাত্র রাজা। আর স্পেন তথা গোটা ইউরোপে তখন ক্ষমতার কলকব্জা পরিচালনা করছিল পোপ ও পুরোহিতরা। ধর্মের নামে চলছিল পোপ ও পুরোহিতদের সীমাহীন শোষণ-অত্যাচার। এর বিরুদ্ধে কারও টু শব্দটুকু করারও অধিকার ছিল না। জমির মালিকানা কুক্ষিগত করে রেখেছিল সামন্ত প্রভুরা। সাধারণ মানুষ ছিল ভূমিদাস বা ক্রীতদাস। পশুশক্তির বলে তাদের উপর চালানো হতো নির্যাতনের স্টিমরোলার। শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-চর্চার কোনো বালাই ছিল না। স্পেন তথা গোটা ইউরোপ তখন নিমজ্জিত ছিল শিক্ষা-দীক্ষাহীন বর্বর বুনো অবস্থায়।

খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক অধ্যাপক লেন পুলের ভাষায়–

When our Saxon ancestors dwelt in wooden hovels and trod upon dirty straw. When our language was unformed and such accomplishments as reading and writing were almost confined to a few monk. We can to some extent realize the extra-ordinary civilization of the moors...all Europe was then plunged in barbaric ignorance and savage manners.

অর্থাৎ "যখন আমাদের স্যাক্সন পূর্ব পুরুষেরা কাঠের কুঠরীতে বাস করত, ময়লা খড়ের উপর বিশ্রাম নিত, যখন আমাদের ভাষা অসংবদ্ধ ছিল এবং লেখা-পড়া শুধু কয়েকজন পাদরি-সন্যাসীর মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল তখন আমরা মুর সভ্যতার অসামান্য বিকাশ সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। ...তখন সমস্ত ইউরোপ বর্বরতা, অজ্ঞতা ও বুনো ব্যবহারে ছিল নিমজ্জিত"।

যখন স্পেন ও ইউরোপের এ চরম ক্রান্তিলগ্ন চলছিল তখন পশ্চিম রণক্ষেত্রের মুসলিম সেনাপতি মুসা বিন নুসায়ের মরক্কোর দক্ষিণাংশ জয় করে কায়রোয়ানে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় স্পেন শাসনাধীন (মরক্কোর উত্তরে অবস্থিত উপকূলীয় শহর) সিউটার রাজা কাউন্ট জুলিয়ান খ্রিষ্টান পাদরি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এক প্রতিনিধি দল নিয়ে কায়রোয়ানে মুসা বিন নুসায়েরের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং রাজা বড়ারিকের অত্যাচার ও নিষ্পেষণের নির্মম কাহিনি শুনিয়ে মজলুম মানবতাকে উদ্ধারের জন্য তাঁকে স্পেন আক্রমণের আহ্বান জানান। সাথে সাথে তিনি সসৈন্যে মুসলমানদের সার্বিক সহযোগিতারও প্রতিশ্রুতি দেন।

কাউন্ট জুলিয়ানের আহ্বানের প্রেক্ষিত পর্যালোচনা করে মুসা তাঁর অধীনস্থ সেনাধ্যক্ষ তারিক বিন যিয়াদকে স্পেন অভিযানের জন্য প্রেরণ করেন। তারিক বিন যিয়াদ জিব্রাল্টার প্রণালি অতিক্রম করে স্পেনের পার্বত্য উপকূলে নোঙর করেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর সিডোনা শহরের অদূরে অবস্থিত গোয়দেলেত নদীর তীরবর্তী ওয়াদিয়ে লাক্কাতে ৯২ হিজরির ২৮ রমজান মোতাবেক ৭১১ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে মুসলমানগণ খ্রিষ্টান বাহিনীর মুখোমুখি হন। শুরু হয় তুমুল সংঘর্ষ। মর্মস্পর্শী তাকবির ধ্বনিতে কেঁপে ওঠে রণপ্রান্তর। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর খ্রিষ্টান বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে পিছুটান দেয়। এরপর একের পর এক স্পেনের শহর-বন্দর পদানত করে তারিক বাহিনী সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। অপর দিকে সেনাপতি মুসা বিন নুসায়ের ১৮ হাজার সৈন্য নিয়ে স্পেনের অন্য এলাকা দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে কর্মোনা, সেভিল ও মেরিদা জয় করেন। এভাবে দুইদিক থেকে দুই বীর বাহাদুর পুরো স্পেন দখল করে পিরীনিজ পর্বতমালার পাদদেশে গিয়ে পৌঁছেন।

এরপর থেকে ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ আট শ বছর মুসলমানগণ স্পেন শাসন করেন। এ দীর্ঘ আট শ বছরে মুসলমানগণ স্পেনকে গড়ে তোলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে। শিক্ষা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধন-সম্পদ, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে স্পেন পরিণত হয় কিংবদন্তীর দেশে। অন্ধকার, বর্বর ও অধঃপতিত স্পেন মুসলমানদের জাদুময়ী ছোঁয়ায় রূপে, গুণে, প্রজ্ঞা ও উৎকর্ষে যেন নব-জীবন লাভ করে।

একসময় যেখানে ঝুপড়ি ও শীর্ণ কুটির ছিল একমাত্র বাসস্থান সেখানে মুসলমানগণ তৈরি করেন জাঁকজমকপূর্ণ বাসভবন, দালান ও ইমারত। রংবেরঙের প্রস্তর, ইট আর মার্বেল দিয়ে নির্মাণ করেন ফুটপাত। রাস্তায় রাস্তায় স্থাপন করেন লণ্ঠন। যেই স্পেনীয় তথা ইউরোপিয়রা গোসল করতে জানত না, কাঁচা গোশত খেত, সেই স্পেনের একেকটি শহরে নির্মিত হয় শত শত হাম্মাম খানা। যেখানে শিক্ষার নাম মাত্র ছিল না—সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় শত শত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। কুরআন, হাদিস, ফিকাহ ছাড়াও এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে তালিম দেওয়া হতো গ্রীক, ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষা। এছাড়াও ছিল প্রকৃতি বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, শিল্প ও রসায়নসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা।

মোটকথা মুসলমানদের আগমনের ফলে শুধু স্পেনই নয় পুরো ইউরোপের চেহারা বদলে যেতে থাকে। মুসলমানদের কাছ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির দীক্ষা নিয়ে তমসাচ্ছন্ন ইউরোপ প্রবেশ করে আলোর ভুবনে।

কিন্তু হায়! যে জাতি একসময় জগৎকে দিয়েছিল সভ্যতার শিক্ষা সে জাতিই আজ অসভ্যতার অপবাদে জর্জরিত! যে জাতি শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর বিশ্বকে দিয়েছিল শিক্ষার আলো, সে জাতিই আজ শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর! যে জাতি জগৎকে করেছিল উৎকর্ষমণ্ডিত সে জাতিই আজ অনুন্নত! এমনকি মাথা তুলে দাঁড়ানোর মতো হিম্মতটুকুও যেন আর নেই। এমনকি তারা জানেও না যে, একসময় তারাই অন্ধকার ইউরোপকে করেছিল আলোকিত, অসভ্য জগৎকে পরিণত করেছিল সভ্য জগতে।

এর জন্য প্রধানত দায়ী হলো আমাদের আত্মবিস্মৃতি। আমরা ভুলে গেছি আমাদের পূর্ব-পুরুষদের ইতিহাস। আমাদেরকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের গৌরবগাঁথা। তাই মুসলমানদেরকে আবার জাগতে হলে ভাঙতে হবে আত্মবিস্মৃতির এ পুরু দেয়াল। আর এ জন্য সত্য-নিষ্ঠ ইতিহাস চর্চার বিকল্প নেই।

এ যুগের একজন শীর্ষস্থানীয় ইসলামি বুদ্ধিজীবী পাকিস্তানের শরিয়া আদালতের সাবেক চীফ জাস্টিস আল্লামা তাকি উসমানি আজ থেকে প্রায় আট নয় বছর আগে মুসলিম ঐতিহ্যের লীলাভূমি স্পেন সফরে গিয়েছিলেন। বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটি তাঁর সেই ভ্রমণকাহিনির সরল অনুবাদ। সুলেখক মাওলানা তাকি

উসমানি সাহেব এ ভ্রমণকাহিনির ফাঁকে ফাঁকে শিল্পীর সুনিপুণ তুলি দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন স্পেনে মুসলমানদের বিস্ময়কর উত্থান ও দীর্ঘ আট শ বছর পর পতনের সকরুণ ইতিহাস।

আশা করা যায় এ ছোট্ট পুস্তিকাটি আত্মবিস্মৃতির কঠিন দেয়াল ভেঙে দিয়ে মুসলমানদেরকে আত্মচেতনাবোধের সোনালি পথে নিয়ে যেতে সহায়ক হবে।

আল্লামা তাকি উসমানি সাহেব উর্দু সাহিত্যের একজন শীর্ষস্থানীয় লেখক। আমার পক্ষে তার লেখা অনুবাদ করতে যাওয়া দুঃসাহসেরই নামান্তর। তাই কোথাও কোনো ভুল-ত্রুটি বা অসংলগ্নতা পরিলক্ষিত হলে আমাকে অবহিত করলে খুশি হব।

অনুবাদ ও প্রকাশনায় যারা আমাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিয়েছেন ও পাথেয় যুগিয়েছেন এ মুহূর্তে তাদের সকলকে স্মরণ করছি কৃতজ্ঞতার সাথে। বিশেষ করে আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মাওলানা জিকরুল্লাহ খান সাহেবের কাছে আমি এজন্য চিরঋণী হয়ে থাকব। শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুহিউদ্দিন খান সাহেব (রহ.) বইটির আদ্যোপান্ত দেখে ও মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে যারপরনাই আনন্দিত ও কৃতার্থ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর কবরকে জান্নাতের টুকরা হিসেবে কবুল করেনিন। আমিন।

বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটি যেহেতু একটি ইতিহাসভিত্তিক ভ্রমণকাহিনি তাই এতে অনেক ঐতিহাসিক স্থান ও ব্যক্তিত্বের নামের সমাবেশ ঘটেছে। এ জন্য সুধী পাঠক সমাজের সুবিধার্থে ওই সকল নামসমূহের পরিচিতিসম্বলিত টীকা সংযোজন করা হলো।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

১৯৮৯-এর নভেম্বরে জেদ্দাস্থ ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক ও ইসলামি ফিকাহ একাডেমির যৌথ উদ্যোগে মরক্কোর[১] রাজধানী রাবাতে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল "শরিয়তের দৃষ্টিতে প্রচলিত অর্থ ব্যবস্থা।" উক্ত আলোচনা সভায় আলোচক হিসেবে আমিও আমন্ত্রিত হয়েছিলাম।

করাচি হতে রাবাত পর্যন্ত সরাসরি কোনো বিমান ফ্লাইট না থাকায় প্যারিস হয়ে রাবাত পৌঁছতে হয়। তাই পূর্ব-পরিকল্পনা মোতাবেক ১৪১০ হিজরির ১৯ রবিউস সানির এক কাকডাকা ভোরে পি. আই এর প্যারিসগামী বিমানে করাচি ত্যাগ করি। প্যারিস[২] যাওয়ার পথে বিমান কিছুক্ষণের জন্য কায়রোতে[৩]

[১] **মরক্কো :** আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর পশ্চিম কোণে ও জিব্রালটার প্রণালির দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত মুসলিম রাষ্ট্র। আয়তন; ৭,১০,৮৫০ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা ২ কোটি ১৫ লক্ষ। রাজধানী রাবাত।

মরক্কোতে ইসলামের আগমন ঘটে ৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দে আরব বিজেতা উকবা বিন নাফে'র মাধ্যমে। মরক্কোর অনেক বার্বার উকবা বিন নাফে'-র হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবম শতাব্দী থেকে ইদ্রিসি, মুরাবিতীন, মুওয়াহহিদীন, মুরাইনিয়ীন প্রভৃতি রাজবংশ মরক্কো শাসন করেন। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্স তা দখল করে নেয়। ১৯৫৫ সালে স্বাধীনতা লাভ করে।

[২] **প্যারিস :** সীন নদীর তীরে অবস্থিত ফ্রান্সের রাজধানী। লোকসংখ্যা প্রায় ৯০ লাখ।

[৩] **কায়রো :** নীল নদের তীরে অবস্থিত মিশরের রাজধানী। কায়রো, আরব বিশ্ব ও আফ্রিকার মধ্যে সবচেয়ে বড় শহর ৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে জনৈক ফাতেমি সেনানায়ক কায়রো শহর আবাদ করেন। এর পর ফাতেমিগণ বিভিন্ন সুদৃশ্য ভবন, মসজিদ, দুর্গ, বিশ্ববিদ্যালয় ও দর্শনীয় স্থান দিয়ে কায়রোকে সুন্দর নগরীতে পরিণত করেন।

বর্তমানে কায়রো শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কারিগরী বিদ্যার কেন্দ্রভূমি। বিশ্ববিখ্যাত ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় জামেয়া আযহার এ কায়রো নগরীতেই অবস্থিত। কায়রোর সাথে রয়েছে রেল, নৌ ও বিমান যোগাযোগ। নীল নদের তীরে অবস্থিত মিশরের রাজধানী। কায়রো, আরব বিশ্ব ও আফ্রিকার মধ্যে সবচেয়ে বড় শহর ৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে জনৈক ফাতেমি সেনানায়ক কায়রো শহর আবাদ করেন। এরপর ফাতেমিগণ বিভিন্ন সুদৃশ্য= =ভবন, মসজিদ, দুর্গ, বিশ্ববিদ্যালয় ও দর্শনীয় স্থান দিয়ে কায়রোকে সুন্দর নগরীতে পরিণত করেন।

অবস্থান করে। অবশেষে টানা এগারো ঘণ্টা বিমানে বসে থাকার পর স্থানীয় সময় ৩টায় প্যারিসের ওরলি (Orly) বিমানবন্দরে অবতরণ করি। বিমানবন্দরে প্রায় চার ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এয়ার ফ্রান্সের দ্বিতীয় ফ্লাইট পেয়ে যাই। প্যারিস টু মরক্কো ফ্লাইট। যথারীতি আসন গ্রহণ করার পর তিন ঘণ্টার মধ্যেই মরক্কোর স্থানীয় সময় রাত সাড়ে নয়টায় রাবাত পৌঁছি।

আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল হায়াত রেজেন্সি হোটেলে। আলোচনা সভাও এ হোটেলের এক হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আলোচনা সভার লাগাতার অধিবেশন ও অধিবেশন-পূর্ব খসড়া প্রণয়ন মিটিং এর কাজে প্রায় পাঁচ দিন ব্যস্ত ছিলাম। ফাঁকে ফাঁকে কয়েকবার রাবাত নগরীর বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখারও সুযোগ ঘটে। কিন্তু বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি ও ভেতরে ঘনঘন অধিবেশনের কারণে অধিকাংশ সময় হোটেলেই থাকতে হয়। স্পেনের[৪]

বর্তমানে কায়রো শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কারিগরী বিদ্যার কেন্দ্রভূমি। বিশ্ববিখ্যাত ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় জামেয়া আযহার এ কায়রো নগরীতেই অবস্থিত। কায়রোর সাথে রয়েছে রেল, নৌ ও বিমান যোগাযোগের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক।

[৪] **স্পেন/আন্দালুসিয়া :** আইবেরীয়ান উপদ্বীপ অর্থাৎ আধুনিক স্পেন ও পর্তুগাল মুসলিম জাহানে (মধ্যযুগের অবসান কাল পর্যন্ত) আন্দালুস/উন্দুলুস নামে পরিচিতি ছিল। ৯৮ হিজরি মোতাবেক ৭১৬ খ্রিষ্টাব্দের একটি দ্বিভাষিক (ল্যাটিন ও আরবি) দিনারে "আল আন্দালুস" নামটি অঙ্কিত দেখা যায়। তাতে "আল আন্দালুস" নামটির ল্যাটিন রূপ Spania ব্যবহৃত হয়েছে।

আরব লেখকগণ যখনই আল আন্দালুস শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তখন তাঁরা মুসলিম স্পেনকে বুঝিয়েছেন। সে স্পেনের আয়তন যতটুকুই থাকুক না কেন। মধ্যযুগের আবসান অব্যবহিত পরে এর ব্যবহার অনেক হ্রাস পেয়ে ইসবানিয়া, হিসবানিয়া ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে থাকে।

তবে বর্তমান কালেও উপকূলবর্তী ভূখণ্ডের ভৌগোলিক এলাকা (পূর্ব হতে পশ্চিমে) ও আলমেরিয়া হতে ওলিভা (Hueliva) পর্যন্ত ভূখণ্ড চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে আন্দালুস নাম প্রয়োগ অব্যাহত রয়েছে।

প্রাকৃতিক অবস্থান : ইউরোপের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত আইবেরীয় উপদ্বীপ অনেকটা পঞ্চভূজ আকৃতিবিশিষ্ট এক শৈলান্তরীপ (Pro montory) গঠন করেছে। এটা পিরেনিজ পর্বতমালা দ্বারা ইউরোপ মহাদেশের সাথে সংযুক্ত এবং অবশিষ্ট অঞ্চল=

সবচেয়ে নিকটবর্তী মুসলিম রাষ্ট্র হলো মরক্কো। স্পেনের সাথে যেহেতু জড়িয়ে আছে মুসলমানদের আট শ বছরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, তাই বাল্যকাল থেকেই মনের গহীনে এ ভূখণ্ডটি দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা লালন করে আসছিলাম। মরক্কো এসে সে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা যেন অদৃশ্য জীয়ন-কাঠির স্পর্শে জেগে উঠল। তাই মনে মনে মরক্কো থেকে স্পেন যাওয়ার প্ল্যান প্রোগ্রাম তৈরি করতে লাগলাম। কিন্তু হাতে সময় ছিল একেবারে কম। তদুপরি দরকার একজন ভালো সফর-সঙ্গীর।

আল্লাহর কী রহমত! ভাগ্যক্রমে আলোচনা সভা নির্দিষ্ট তারিখের দু'দিন আগেই শেষ হয়ে যায়। সাথে সাথে হয়ে যায় সফর সঙ্গীরও ব্যবস্থা। আমার প্রিয় বন্ধু ফয়সাল ইসলামি ব্যাংক বাহরাইন[৫] শাখার এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জেনারেল সাঈদ আহমদ সাহেব এ সফরে শুধু আমার সফর সঙ্গী-ই হননি উপরন্তু সফরের যাবতীয় ঝায়ঝামেলা স্বেচ্ছায় নিজ কাঁধে চাপিয়ে নিয়েছিলেন। আর এমন সুন্দরভাবে তা আঞ্জাম দিয়েছিলেন যে, আমাকে কিছুই করতে হয়নি।

প্রথমে ভেবেছিলাম রাবাত থেকে রেলযোগে টাংগের[৬] গিয়ে পরে টাংগের থেকে স্টিমারে ভূমধ্য সাগর অতিক্রম করে স্পেনের উপকূলীয় নৌবন্দর আলজাযিরাতুল খাদরা[৭] গিয়ে উঠব। কিন্তু এ পথে সময় লেগে যায় প্রায় একদিন। অথচ আমাদের হাতে সময় একেবারে কম। তাই স্পেনের

=আটলান্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্য সাগর দ্বারা বিধৌত। এর আয়তন প্রায় ২,২৯,০০০ বর্গ মাইল। পর্তুগাল বাদে আধুনিক স্পেনের আয়তন ১,৯৫,০০০ বর্গমাইল।

বক্ষ্যমাণ পুস্তিকায় আন্দালুস এর অনুবাদ স্পেন করা হয়েছে। কেননা আমাদের দেশে আন্দালুস শব্দটি তেমন পরিচিত নয়।

[৫] **বাহরাইন :** সৌদি আরবের পূর্বে অবস্থিত স্বাধীন আরব রাষ্ট্র। এটি পারস্য উপসাগরের উপর ছোট বড় ৩৩টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত। আয়তন ৫৯৮ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা ৪,২৫,০০০। রাজধানী মানামা। মুদ্রা দিনার।

[৬] **টাংগের :** জিব্রাল্টার প্রণালির দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত মরক্কোর প্রসিদ্ধ বাণিজ্যিক বন্দর ও শহর। জনসংখ্যা ৩,২৫,০০০। এটি একটি মনোরম পর্যটন কেন্দ্র।

[৭] **আলজাযিরাতুল খাদরা :** স্পেনের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলীয় শহর। স্পেন বিজয় পর্বে এ শহরটিই সর্ব প্রথম মুসলমানদের অধিকারে আসে। এর বর্তমান নাম আলজেসিস।

উপকূলীয় শহর মালাগা[৮] পর্যন্ত বিমানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। ২৩ রবিউস সানির সন্ধ্যায় আলোচনা সভা শেষ হওয়ার পর ২৪ রবিউস সানির সকাল সাতটায় কারযোগে কাসাব্লাংকার[৯] দিকে রওনা হলাম। রাবাত থেকে কাসাব্লাংকা সড়ক পথে দু'ঘণ্টার পথ। স্টার্ট নিয়ে গাড়ি দ্রুত বেগে চলতে লাগল। ডানে ভূমধ্য সাগরের উপকূল, দিগন্তে আকাশ আর সমুদ্র মিশে যেন একাকার হয়ে আছে। বামে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু সবুজ আর সবুজ। প্রকৃতির নিজ হাতে গড়া সবুজ শ্যামল বন-বনানী ও চিরহরিৎ বৃক্ষের ছড়াছড়ি। সবুজ বনানীর ফাঁকে মাঝে মাঝে ফুটে ওঠেছে ছোট ছোট লোকালয়, যেন পত্রবেষ্টিত পুষ্প। এসব পেরিয়ে প্রায় ন'টায় পৌঁছে গেলাম পঞ্চম মুহাম্মদ[১০] বিমান বন্দরে।

স্পেনের আইবেরিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান মালাগার দিকে যাত্রা শুরু করল বেলা এগারোটায়। বিমান কাসাব্লাংকা থেকে বেরিয়ে মাত্র পঞ্চাশ মিনিটে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করল। ভূমধ্য সাগর অতিক্রম করার পর স্পেনের উপকূল ও উপকূলবর্তী শহর মালাগার সুদৃশ্য ইমারতগুলো ভেসে উঠতে লাগল। ধীরে ধীরে শ্লথ হয়ে এলো বিমানের গতি। মালাগা বিমানবন্দরে বিমান যখন অবতরণ করল তখন স্থানীয় সময় ছিল দুপুর ১টা বেজে ৩০ মিনিট।

মালাগার পরিচিতি ইনশাআল্লাহ সামনে তুলে ধরব। কিন্তু এখানে এতটুকু বলে রাখছি যে, মুসলমানদের শাসনামলেও মালাগা স্পেনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল। এর উপর দিয়ে বয়ে গেছে স্পেনের মোড় পরিবর্তনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস। কালের সাক্ষী হয়ে মালাগা আজ আমাদের সামনে দেদীপ্যমান।

[৮] **মালাগা :** স্পেনের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত বন্দর নগরী। জনসংখ্যা ৪,৭৫,০০০। এখানে অনেক খ্যাতনামা মনীষী ও আলেম জন্ম গ্রহণ করেন। ফল-ফলাদি, মৎস ও যয়তুনে সমৃদ্ধ।

[৯] **কাসাব্লাংকা :** আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত মরক্কোর নৌ-বন্দর। এটি মরক্কোর সবচেয়ে বড় কারিগরী, বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। জনসংখ্যা ২,১০,০০০।

[১০] **মুহাম্মদ (৫ম) :** ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে মরক্কোতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৭ সালে মরক্কোর বাদশাহ মনোনীত হন। ১৯৫৩ সালে ফরাসিরা তাঁকে মাদাগাস্কারে নির্বাসিত করে। ১৯৫৬ সালে তিনি মরক্কোর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৯৫৭ সালে পুনরায় বাদশাহ মনোনীত হন।